অনিকেতন

একটি অনাবাসী উপন্যাস

অনিকেতন

একটি অনাবাসী উপন্যাস

আব্দুর রউফ চৌধুরী

অনিন্দ্য প্রকাশ

প্রথম প্রকাশ
ভাদ্র ১৪২৭ সেপ্টেম্বর ২০২০
প্রকাশক
মোঃ আফজাল হোসেন
অনিন্দ্য প্রকাশ
৩৮/৪, পি. কে. রায় রোড, বাংলাবাজার, মান্নান মার্কেট (৩য় তলা), ঢাকা-১১০০
ফোন : ৪৭১১৭৯৬৪, ০১৯৭১৬৬৪৯৭০, ০১৭১১৬৬৪৯৭০
বর্ণবিন্যাস
আদিত্য কম্পিউটার
১৪২, হৃষিকেশ দাস রোড, সূত্রাপুর, ঢাকা-১১০০
মোবাইল : ০১৯৭১৬৬৪৯৭০
বানান সমন্বয়ক : রফিক জীবন
মোবাইল : ০১৯১২১৯৮০২৩
গ্রন্থস্বত্ব : আব্দুল বাসিত চৌধুরী, পারভীন চৌধুরী ও ড. হাসনীন চৌধুরী
প্রচ্ছদ : ধ্রুব এষ
মুদ্রণ
অনিন্দ্য প্রিন্টিং প্রেস
৩০/১ক, হেমেন্দ্র দাস রোড, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৯৫৯০৬১৬, ৯৫৭৩৭৬৯, ০১৭১১৬৬৪৯৭০
মূল্য : ৬০০.০০ টাকা

Aniketon (A Novel) by **Abdur Rouf Choudhury**
Published by Md. Afzal Hossain
Anindya Prokash
38/4, P. K. Roy Road, Banglabazar
Mannan Market (2nd Floor), Dhaka-1100
Phone : 47117964, 01971664970, 01711664970
e-mail : anindya.prokash@yahoo.com
First Published : September 2020
Price : 600.00
US $ 40
ISBN 978 984 526 355 9

ঘরে বসে অনিন্দ্য প্রকাশ-এর বইকিনতে ভিজিট করুন
http://rokomari.com/anindyaprokash ফোনে অর্ডার করতে ১৬২৯৭

https://othoba.com ফোনে অর্ডার করতে ০৯৬১৩৮০০৮০০
http://boibazar.com/anindyaprokash ফোনে অর্ডার করতে ০৯৬১১২৬২০২০
http://bdshopay.com/anindyaprokash ফোনে অর্ডার করতে ০১৬২২৭৭৮৮৭৭
http://porua.com.bd/anindyaprokash ফোনে অর্ডার করতে ০১৮৫৭৭৭৭৪৮৪
http://journeybybook.com/anindyaprokash ফোনে অর্ডার করতে
০১৬৭৪৫৩৬৫৪৪

উৎসর্গ

শিরীণ চৌধুরীকে
যাকে দিয়েছি সংসারটি তাকেই দিলাম এই বইটি।

সূচি

অনিকেতন-এর আধুনিকোত্তরত্ব ৯
অনিকেতন— একটি অনাবাসী উপন্যাসে ৪৩

অনিকেতন-এর আধুনিকোত্তরত্ব

এক : সূচনা

১৯৮৫ খ্রিষ্টাব্দে, 'অনিকেতন'-এর প্রথম পাণ্ডুলিপি (*সাম্পানক্রুস*) প্রস্তুত করার কাজে লিপ্ত হন। তারপর ১৯৮৯-এ হবিগঞ্জ থেকে প্রথম পাণ্ডুলিপিটি সংক্ষিপ্ত আকারে প্রকাশ পায়। অতঃপর নানাপ্রকার অদলবদল, গ্রহণবর্জনের পরে 'অনিকেতন' উপন্যাসটি পূর্ণতা লাভ করে ১৯৯৫ খ্রিষ্টাব্দে। প্রথম পাণ্ডুলিপি (*সাম্পানক্রুস*) এবং 'অনিকেতন' মোট ১৩টি অধ্যায়ে প্রস্তুত করা হয়। উপন্যাসটি ১৩টি অধ্যায়ে বিভক্ত করার মূল উদ্দেশ্য— 'তেরোকে ইংরেজরা বর্জন করে অমঙ্গলের সংকেত হিসেবে।'[১]

পূর্ব-অনুসৃত গঠনশৈলী ও চরিত্রায়ণপদ্ধতি থেকে 'অনিকেতন' ভিন্ন স্বভাবের। প্রকৃতপক্ষে, সততনিরীক্ষাপ্রিয় ও চলমান রউফপ্রতিভা— জীবনদৃষ্টি, জীবনবোধ ও শিল্পজিজ্ঞাসার প্রশ্নে 'অনিকেতন'-এ পুনরায় নবজাত। সময় ও সমাজের গর্ভে বেদনাময় যুগচৈতন্যমূলে প্রত্যক্ষে সংলগ্ন হয়েই প্রতিভার নবজন্ম ঘটে। অবিরাম চলিষ্ণু দেশকাল উৎস থেকে শক্তি ও সত্য শোষণ করে রউফপ্রতিভাও নিগূঢ় চেতনাবেগে পুনর্জাত হয়েছে বারবার। 'অনিকেতন' সৃষ্টির প্রেক্ষাপটেও ঘনীভূত হয়ে রয়েছে সময়-জীবন-সমাজ অভিজ্ঞতার গূঢ়ার্থবাহী সজীব ইতিহাস। 'অনিকেতন' উপন্যাসের ঔপন্যাসিককৃত ভূমিকায় এই কথাই প্রতিধ্বনিত হয়।

> পাকিস্তানের বারো বছর এবং বিলাতে ত্রিশ বছর কর্মরত অবস্থায় যে কিছু অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের সুযোগ আমার হয়েছিল তারই আলোকে সত্যের ছায়ায় বসে রচিত এই উপন্যাস। কিন্তু পাত্রপাত্রীর নাম ও অবস্থান বাস্তব নয়— স্রেফ কল্পনা।[২]

প্রতিক্রিয়া : অধ্যাপক মতীন্দ্র সরকার

> বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যার কল্যাণে দুরধিগম্য পৃথিবী মানুষের জন্য প্রতিদিন প্রতিমুহূর্তে সংকুচিত হয়ে আসছে। জীবিকার সন্ধানে মানুষ প্রতিনিয়ত দেশ থেকে দেশান্তরে ছড়িয়ে পড়ছে। নতুন পরিবেশে

১ নবম অধ্যায়, *অনিকেতন*, আব্দুর রউফ চৌধুরী।
২ ভূমিকা, *অনিকেতন*, আব্দুর রউফ চৌধুরী।

> তাদের নতুনতর জীবনে সমস্যা ও সম্ভাবনা অনেক। প্রবাসী জীবনে নতুন পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধানের সতত প্রয়াস স্বদেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়া মানুষগুলোর জন্য অভাবিতপূর্ব সমস্যা। এর মোকাবিলায় কখনো এককভাবে, কখনো সমবেতভাবে তারা দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হয়। ব্যক্তিস্বার্থ, গোষ্ঠীস্বার্থ বা সাম্প্রদায়িকস্বার্থ তাদেরকে নানাভাবে প্ররোচিত ও উদ্‌বোধিত করে সমস্যার মোকাবিলায় আহ্বান জানায়। তাদের কর্মকাণ্ডে একদিকে যেমন সচতুর দক্ষতার প্রকাশ দেখা যায় তেমনি নির্বুদ্ধিতার চরমতম অভিব্যক্তিও ফুটে ওঠে কখনো-বা। আশানিরাশা, দ্বিধাদ্বন্দ্বের দোলাচলে আন্দোলিত মানুষগুলোর জীবনচরিত চিত্রণে লেখকের দরদি ও পরিহাসপ্রবণ দৃষ্টিভঙ্গি অনন্যতায় ভরপুর। প্রবাসী জীবনের সমস্যাকে যেভাবে তিনি উপলব্ধি করেছেন ঠিক সেইভাবে চিত্রিত হয়েছে পুস্তকটির ছত্রে ছত্রে। প্রগাঢ় জীবনোপলব্ধির সঙ্গে জীবনের জঙ্গমতাকে ধারণ করেই লেখক দুঃখবেদনায় নির্লিপ্ত। মানুষের নির্বুদ্ধিতায় তিনি ক্রুদ্ধ, ক্ষুব্ধ এবং শেষাশেষি পরিহাসপ্রবণ। দীর্ঘদিন বিদেশি ভাষার সঙ্গে সার্বক্ষণিক যোগযুক্ত থাকায় তার নিজস্ব মাতৃভাষায় একটি নতুন ভঙ্গিমা ফুটে বেরিয়েছে। এটা তার একান্তই নিজের ভাষা, অনুকরণীয় অথচ বাংলা ভাষায় সমীকৃত। পাঠকসাধারণ পুস্তকটি পাঠ করে তৃপ্তিলাভ করবেন, সেইসঙ্গে অভিজ্ঞতার নতুন দিগন্ত উদ্‌ঘাটিত হবে, যা সাহিত্যপাঠের ফললাভের মতোই স্বাদে-গন্ধে-পুষ্টিতে ভরপুর।

প্রতিক্রিয়া : অপূর্ব কুমার কুণ্ডু

> বাংলাসাহিত্যের প্রথাগত নির্মাণকৌশলটিও তিনি ভেঙে দিতে চেয়েছেন। যারা বাংলার মূলভূমি থেকে অনেক দূরের অধিবাসী, তাদের সমাজ অমানবিক ও অসামাজিক অন্ধকারে আচ্ছন্ন; অসুস্থ সমাজে ধর্মপ্রলেপে কুসংস্কার ও অমানবিকতায় বলি হচ্ছে কেউ কেউ; এখানে নারীরা পায় না প্রেম ও প্রশ্নহীন অধিকার। তাই দ্রোহী কথাসাহিত্যিক আব্দুর রউফ চৌধুরী অত্যন্ত নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সঙ্গে বাংলা সাহিত্যের প্রথাবিরোধী চরিত্র ও অচেনা মুখ অঙ্কন করেছেন। প্রকৃতপক্ষে 'অনিকেতন' যেন মানবস্বভাবের অমীমাংসিত স্তরের অনুসূক্ষ্ম জটিলতার রূপাঙ্কন। বঙ্কিমীয় ঢং, ঘটনা বিস্তার, বিবরণ, রবীন্দ্রশিল্পনিপুণতা, মানসক্রিয়ার বিস্তৃত বিশ্লেষণ, বিস্ময়কর চিত্রকল্প সৃজন ও অব্যর্থ প্রতীক উদ্ভাবনে এবং প্রয়োগনিপুণে লেখকের সার্থকতা সন্দেহাতীত। তিনি বর্ণনা ও রূপবর্ণনায় সংযত, যৎসামান্য ও যথার্থ রূপাঙ্কনে লিপ্ত। বিষয়ভাবনায়, শিল্পরূপ বিচারে এই উপন্যাস উত্তরাধুনিক উপন্যাসের প্রায় সব শর্তই পূরণ করেছে। রচনানীতিও ব্যতিক্রমধর্মী। সংলাপ নির্মাণের শৈল্পিক শক্তি এবং নাট্যিক সংহতিতে 'অনিকেতন' উপন্যাস সুসংহত ও অসাধারণ। ভৌগোলিক

সীমাসংহতি, মানবমনের ওপর ভূপ্রকৃতির সর্বাত্মক প্রভাব, জীবনস্বাদের অন্যান্য নিঃসঙ্গতা যেমনি এই উপন্যাসে বিদ্যমান, তেমনি চরিত্রায়ণ, প্রতীক ব্যবহার ও ভাষাবিন্যাসে নির্দিষ্ট ভৌগোলিক কাঠামোর জীবন প্রাণময় রূপলাভ করেছে।

অনিবার্যভাবেই মানবতন্ত্রী সাহিত্যের প্রধান বিষয় হচ্ছে— মানুষের অফুরন্ত সম্ভাবনা ও সৃষ্টিশীলতাকে শ্রদ্ধার সঙ্গে আলোকিত করা। মানুষ তার স্বীয় বোধবুদ্ধি, যুক্তিতর্ক ও নিষ্ঠা দিয়ে, শ্রেষ্ঠ এবং অক্লান্ত শ্রম ও মেধার বলে তার ভাগ্যকে নিয়ন্ত্রণ করে— এই ধারণা ও বিশ্বাস ছিল রেনেসাঁসোত্তর আধুনিক সাহিত্যের মূলমন্ত্র। কিন্তু ইউরোপে এই ধারা ক্রমশই হারিয়ে যায় এবং সেখানে স্থান করে নেয় অমানবতন্ত্রী সাহিত্যবোধের। দ্রোহী কথাসাহিত্যিক আব্দুর রউফ চৌধুরী অমানবতন্ত্রী পাশ্চাত্যসাহিত্যে প্রভাবিত হলেও তাঁর স্বকীয় জীবনোপলব্ধি থেকেই তিনি নিষ্ঠুর, নির্মম ও বিকারগ্রস্ত মানুষগুলোকে আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছেন। তাই রেনেসাঁসোত্তর আধুনিক সাহিত্যে মানুষের প্রতি যে বিশ্বাস ও আস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়— মহিমামণ্ডিত, প্রতিশ্রুতিশীল ও রুচিশীল মানুষের যে-ভিড় লক্ষ করা যায়— দ্রোহী কথাসাহিত্যিক আব্দুর রউফ চৌধুরী সেখানে মানুষের সংকীর্ণতা ও সীমাবদ্ধতার কথা, এমনকি মানুষের মনুষ্যত্বহীনতার দিকগুলো প্রকটভাবে তুলে ধরেছেন; আর তাই তাঁর কাছে এসে মানুষের প্রতি রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্রের চির আদি বিশ্বাসের স্রোতোধারাটি মুখ থুবড়ে পড়ে যায়; আর তাই তাঁর যুগের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার-সহ জাতিক-আন্তর্জাতিক সময় ও সমাজপ্রবাহের অন্তরলালিত মানব-অস্তিত্বের সর্বগ্রাহী সমস্যাই 'অনিকেতন' উপন্যাসে শিল্পরূপ লাভ করে। 'অনিকেতন' উপন্যাসে, অনাবাসী বাঙালির জীবনসংকট প্রথাগত মূল্যবোধের সঙ্গে প্রত্যাশিত মূল্যবোধের দ্বন্দ্ব থেকে উদ্ভূত। বিলাতি স্নিগ্ধমণ্ডিত স্বপ্নলোক থেকে এই উপন্যাসের মানবমানবীরা বহুদূরবর্তী। যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকামী উচ্ছৃঙ্খল জীবনাভীপ্সা আধুনিকোত্তর মানুষের অস্তিত্ব পরিচয়ের স্মারক, এই উপন্যাসে তারই যেন ব্যক্তিত্বের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকেই বহুমাত্রিক বিন্যাস ঘটেছে। অপরাপর ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজপ্রথার দ্বন্দ্বে অনাবাসী বাঙালি কীভাবে উপেক্ষিত-বঞ্চিত-বিকৃত ও মহৎভাবে বিকশিত হয়ে ওঠে তারই স্বরূপ অঙ্কনে দ্রোহী কথাসাহিত্যিক আব্দুর রউফ চৌধুরী অধিকতর উৎসাহী, আগ্রহী। তিনি বাস্তবস্পর্শী ব্যক্তিত্বের জটিলতম ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়ার উদ্‌ঘাটনে অধিকতর অস্থির। তিনি তাঁর মানবমানবীর সমগ্র জীবনের বঙ্কিম, বিস্ময়বহ জটিলতার বিশ্লেষণে অভিনিবেশী। এই উপন্যাসের ঘটনাবিন্যাস, চরিত্রায়ণ, দৃষ্টিকোণ ও পরিচর্যায় দ্রোহী কথাসাহিত্যিক আব্দুর রউফ চৌধুরী আধুনিকোত্তর সময়ের নবতর শিল্পরুচির মর্মমূল স্পর্শ করতে সক্ষম হয়েছেন। 'অনিকেতন' উপন্যাসের চরিত্রগুলো বাংলাসাহিত্যের ইতিহাসের পরিচিত নায়কনায়িকা নয়; তারা আগাগোড়া হতাশাগ্রস্ত, জীবনযুদ্ধে পরাজিত, নিঃসঙ্গ ও শান্তিবিবর্জিত মানুষ। তাদের জীবনে কোনো-একপর্যায়ে শান্তির দৃশ্য দেখা দিলেও সেসব চিত্র যেন অনড় কষ্টের ও যন্ত্রণার গভীরতাকে তীব্র করে তোলার জন্যই সৃষ্টি করা হয়েছে। এখানেই মূলধারা বাংলাসাহিত্যের সঙ্গে দ্রোহী

কথাসাহিত্যিক আব্দুর রউফ চৌধুরীর স্বাতন্ত্র্য সুস্পষ্ট হয়ে যায়।

চরিত্রচিত্রণ

চরিত্র সৃষ্টিতে দ্রোহী কথাসাহিত্যিক আব্দুর রউফ চৌধুরী অসাধারণ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। এক্ষেত্রে তিনি যে, কতটা কুশলী ছিলেন, 'অনিকেতন' উপন্যাসের চরিত্রগুলো থেকে তার পরিচয় পাওয়া যায়। এই উপন্যাসের চরিত্রগুলো আলোচনায় বর্গীয়করণ করা হলো।

(এক) বদরুদ্দিন ও তার পরিবার-পরিজন

বদরুদ্দিন : 'সাপুড়ে যেমনি ঝাঁপিতে রাখা সাপের উদ্যতফণা ছিদ্রপথে দৃষ্টিগোচর হলেই ঢাকনা দিয়ে ঝেঁপে রাখে, প্রদর্শনীর সময় না হওয়া পর্যন্ত, ঠিক তেমনি বদরুদ্দিনের মনের অবস্থাও [...]।'[৩] তিনি তার মেয়েদের আদর করেন, কিন্তু তিনি ভয়ানক অবুঝ।

শিল্পী ও লাভলী : দুই বোন। 'দুজনের অবস্থা ও চরিত্রের মিল থাকলেও সূক্ষ্ম অমিল রয়েছে অনেকই। লাভলী বাড়ির বড়ো মেয়ে, বদরুদ্দিনের প্রিয়পাত্র, তাই তার আবদার অপূর্ণ থাকে না। মা-বাবার আদেশ ও নিয়ম মেনে যা খুশি চাইতে পারে, যা খুশি করতে পারে, কোনো বাধা নেই তার, সমস্ত কিছুই যেন তার ইচ্ছামতো করতে পারে; কিন্তু শিল্পীর ব্যাপার আলাদা, সকলের কথা ও মত মেনে তাকে চলতে হয়, সে মা-বাবার নেকনজরে থাকার চেষ্টা করে, কিছু না-পেলেও চায় না, চাওয়ার ইচ্ছেও নেই তার।'[৪] লাভলী সুন্দরী। 'লাভলীর স্বভাবে যে বিলাতি প্রকৃতিগত উচ্ছলতা নেই তা নয়, তবে তার চেহারায় অবশ্যি রয়েছে টকটকে ফরসা রংটি, দুটো টানাটানা চোখ, উন্নত নাক, দেহ গড়নে সৌন্দর্যের মহিমা আত্মগোপন করে থাকে সব সময়, তাই হয়তো ভালোকে ভালো আর মন্দকে মন্দ বলতে তার কোনো জড়তা নেই, তবুও তার মনের মধ্যে বিরাজ যে করছে না, জীবনের অনেক অভিযোগ, অবিচার, সন্দেহ তা নয়, কিন্তু অন্তরে যতকিছুই জমা থাকুক-না কেন, সে মিথ্যা কথা বলতে পারে না, সে অতীত বা ভবিষ্যৎ যেদিকেই প্রবাহিত হোক-না কেন, বর্তমানকেই কেন্দ্র করে তার চিন্তা পাক খায় সবচেয়ে বেশি।'[৫] শিল্পী ধুমধাড়াক্কা হিন্দি মিউজিক পছন্দ করে। একইসঙ্গে মিউজিক শোনা আর বই পড়া সে চালাতে পারে। 'শিল্পীর জীবনে একরকম বিলাতি নেশাভরা আতশবাজির চঞ্চলোৎসব নিরন্তরভাবে বয়ে চলেছে।'[৬] 'শিক্ষায়, দীক্ষায়, পোশাকে, পরিচ্ছদে আধুনিক হলেও কোথায় যেন বাঙালি ঐতিহ্যের প্রতি তার একটা অন্তর্গূঢ় টান রয়েছে।'[৭] 'অদ্ভুত প্রাণচঞ্চল মেয়ে শিল্পী।'[৮] লাভলী ও

৩ প্রথম অধ্যায়, *অনিকেতন*, আব্দুর রউফ চৌধুরী।
৪ প্রথম অধ্যায়, *অনিকেতন*, আব্দুর রউফ চৌধুরী।
৫ প্রথম অধ্যায়, *অনিকেতন*, আব্দুর রউফ চৌধুরী।
৬ প্রথম অধ্যায়, *অনিকেতন*, আব্দুর রউফ চৌধুরী।
৭ পঞ্চম অধ্যায়, *অনিকেতন*, আব্দুর রউফ চৌধুরী।

শিল্পীর মধ্যে এক আশ্চর্য ঘনিষ্ঠতা রয়েছে। 'শৈশব থেকেই অতীন্দ্রিয় বলিযোগের মাধ্যমে একে-অন্যকে ভালোবেসে এসেছে, মাঝেমধ্যে মান-অভিমানও, তবুও তাদের বন্ধুত্বের ফাটল ধরেনি [...]।'[৯] রুবেলের ওপর লাভলীর *স্নেহ বা আবেগ* যাই বলা হোক-না কেন, একটু বেশিই রয়েছে।

রুবেল ও সুয়েব : 'বদরুদ্দিন তার বাড়িতে রুবেলকে তুলে এনেছিলেন পাঁচ-ছয় মাস আগে। ছেলেটি বদরুদ্দিনের নিকটাত্মীয়। বদরুদ্দিন রুবেলের বাবাকে কথা দিয়েছেন ওর ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাটি তিনিই করবেন।'[১০] 'কোনো কোনো সময় রুবেল অকারণেই বেশ অদ্ভুত সব কাজ করে।'[১১] সে ধীরস্থির, বুদ্ধিমান। পড়াশোনায় ভালো— বাংলা, আরবি, ইংরেজি সবই জানে। 'সুয়েব বলতেই শিল্পীর চোখে ভেসে ওঠে শ্যামলা, লম্বা, সুপুরুষ— অ্যাট্রাকটিভ একটি ছবি। টানা চোখ, ভারি গলা, কোঁকড়ানো চুল। প্রশস্ত বুক, নির্মেদ কোমর, দীর্ঘ বাহু। কালচে ঠোঁট, ওটাই ওর ঠোঁটের স্বাভাবিক রং, যে-কোনো ভিড়ের মধ্যে সুয়েব থাকলে সকলের দৃষ্টি কেড়ে নেয় সহজে কালচে ঠোঁটগুলো, যার প্রেমে পড়েছিল শিল্পী।'[১২]

রহমত ও বরকত : রহমত বদরুদ্দিনের বড়ো ছেলে আর বরকত ছোটো ছেলে। বরকত 'বাপের কাঁধ ছাড়িয়ে প্রায় মাথা ছুঁইছুঁই। হাঁটে লম্বা লম্বা পায়ে; হাঁটার মধ্যে আবার জ্যামাইকান স্টাইল আছে, মনে হয় সব সময় দৌড়াচ্ছে।'[১৩]

(দুই) কাজি ও তার পরিবার : কাজি আবুল ফজল ও কাজিগিন্নি; হাসু ও ছোটো ছেলে; রফিক।

কাজি : 'দেশে ইসলামিক জলসায় সভাপতির আসনপ্রাপ্ত, আলিয়া মাদ্রাসার সাবেক সেক্রেটারি— তাছাড়াও আরও কত পদস্থ পজিশন ছিল তার— এসবের কি কোনো হদিস আছে। [...] কোনোদিনই কেউ তার অপজিশন করেনি। এ দেশে, মুক্তিযুদ্ধের আগে, বেডফোর্ডে অবস্থানকালে পাকিস্তান অ্যাসোসিয়েশনের সেক্রেটারি জেনারেলও ছিলেন তিনি।'[১৪] তবে কাজি একজন মুক্তপন্থি। তিনি সর্বক্ষণ পরের চিন্তা করেন, নিজের কথা কম ভাবেন, তাই কেউ তার বিরূপ সমালোচনা করতে পারে না। সম্পূর্ণ স্বার্থশূন্য একজন মানুষ। তিনি বৈচিত্র্য, পরিবর্তনশীল, আশাবাদী, অনুরাগী, আগ্রহী, সাহসী ইত্যাদি গুণসম্পন্ন ব্যক্তি। যে-কোনো দুর্যোগে, যে-কোনো সংকটকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেওয়ার মতো মনের জোর রয়েছে কাজির। 'সাদা চুল কম হলেও একেবারে অল্প নয়, তবে এর মধ্যেই যেন কেমন এক ব্যক্তিত্ব লুকিয়ে

৮ একাদশ অধ্যায়, *অনিকেতন*, আব্দুর রউফ চৌধুরী।
৯ প্রথম অধ্যায়, *অনিকেতন*, আব্দুর রউফ চৌধুরী।
১০ প্রথম অধ্যায়, *অনিকেতন*, আব্দুর রউফ চৌধুরী।
১১ প্রথম অধ্যায়, *অনিকেতন*, আব্দুর রউফ চৌধুরী।
১২ দ্বিতীয় অধ্যায়, *অনিকেতন*, আব্দুর রউফ চৌধুরী।
১৩ সপ্তম অধ্যায়, *অনিকেতন*, আব্দুর রউফ চৌধুরী।
১৪ দ্বিতীয় অধ্যায়, *অনিকেতন*, আব্দুর রউফ চৌধুরী।

আছে।'[১৫]

রফিক : 'রফিক মিশুক প্রকৃতির মানুষ, গায়ের রং ফরসা, চোখ টানাটানা, নাক উন্নত, ভালোকে ভালো বলতে তার মনে কোনো জড়তা নেই, আর মন্দকে মন্দ বলতেও সময় নেয় না।'[১৬]

(তিন) যুগলচরিত্র : হাজি মজনু ও রেখা; আলি আহমেদ ও নীলা; আফিয়া ও ভিক্টর আলি; আব্দুস সাত্তার ও আলেকজান। **হাজি মজনু :** 'দুশ্চিন্তার মূর্তি হাজি মজনু। তার চোখেমুখে যন্ত্রণার ছবি, তীব্র আহত যেন, যা সহজে দৃষ্টি কেড়ে নেয়। শরীর ভেঙে গেছে। কাঠামো ঠিক থাকলেও চেহারা রুগ্‌ণশুকনো দেখাচ্ছে, মৃতপ্রায়। অত্যন্ত করুণ ও বীভৎস হাজি মজনুর চেহারার দিকে বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকা যায় না, তাই চোখ চলে যায় তার পোশাকে। এই পোশাকটিই পরিচয় করিয়ে দিচ্ছে তিনি পবিত্র হজব্রত পালন করে ফিরেছেন। এটি অবশ্য তার দ্বিতীয় হজব্রত পালন।'[১৭]

(চার) অন্যান্য : তাজিদউল্লা, হোসেন, মাসুদ মিয়া, আখলাক মিয়া, বশর আলি চৌধুরী, সৈয়দ সঞ্জব আলি, সফিকুল ইসলাম, হাজি শামসুল হক, দস্তাবেজে দ্বীন, ব্যারিস্টার আনিসুজ্জামান, হাজি সোনা মিয়া, মহিউদ্দিন কোরেশি প্রমুখ। 'অনিকেত' উপন্যাসে যেসব পুরুষ চরিত্রের সন্ধান পাওয়া যায় তাদের মধ্যে অপনায়করাই বেশি, যেমন তাজিদউল্লা, সফিকুল ইসলাম, হাজি সোনা মিয়া, দস্তাবেজে দ্বীন, আখলাক মিয়া, বশর আলি চৌধুরী প্রমুখ।

তাজিদউল্লা : ১৯৭১-এর বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালের একজন 'চতুর কিন্তু ঘৃণ্য' রাজাকার। 'স্বাধীনতার চিরশত্রু। স্বভাবসিদ্ধ ইতর। অকৃত্রিম অসংকুচিত ছোটোলোক, যেন তার কোমরে সব সময় বাঁধা থাকে শয়তান।'[১৮] তাজিদউল্লার চেহারার পরিবর্তন হয় সাপের খোলস বদলানোর মতো। 'তাজিদউল্লার বাঁচোখটি একটু ছোটো, কোনো দোষে দুষ্ট হয়েছে নিশ্চয়, আর ডানচোখটি মনে হচ্ছে অতিরিক্ত পুষ্ট, হাসছে যেন [...]।'[১৯] তাজিদউল্লা এমন এক লোক যে তার একহাতে পানাহারপাত্র ধারণাবস্থায় অন্যহাতে খুন করতে পারে। সে অসহায় নারীর ইজ্জত হরণে পাঞ্জাবি-পাঠানের সাহায্যকারী, খুনিও বটে। তার মতো পশুপাষণ্ড-রাজাকাররা ও আল-বদরের সদস্যরা বাংলাদেশে যে কত মানুষ হত্যা করেছে, তার ইয়ত্তা নেই। এই তাজিদউল্লা লন্ডনে বসে ধর্মের বাণী আওড়ায়।[২০] তার শয়তানির চিত্র 'অনিকেতন' উপন্যাসের প্রথমার্ধেই প্রকাশিত হয়েছে যা বিস্ময়কর বাস্তবতায় মূর্তিমান।

সফিকুল ইসলাম : সে তার পত্নীর প্রতি বিশ্বাসঘাতক ও কন্যার ব্যাপারে দায়িত্বজ্ঞানহীন। তার জ্যেষ্ঠ মেয়ে আফিয়া বিবাহবিচ্ছেদের পর পিতৃগৃহেই

১৫ ষষ্ঠ অধ্যায়, *অনিকেতন*, আব্দুর রউফ চৌধুরী।
১৬ পঞ্চম অধ্যায়, *অনিকেতন*, আব্দুর রউফ চৌধুরী।
১৭ ষষ্ঠ অধ্যায়, অনিকেতন, আব্দুর রউফ চৌধুরী।
১৮ প্রথম অধ্যায়, *অনিকেতন*, আব্দুর রউফ চৌধুরী।
১৯ দ্বিতীয় অধ্যায়, *অনিকেতন*, আব্দুর রউফ চৌধুরী।
২০ দ্বিতীয় অধ্যায়, *অনিকেতন*, আব্দুর রউফ চৌধুরী।

থাকে। পিতা থাকেন আল্লাহর কাজে ব্যস্ত। একজন পাষণ্ড পিতা। তার কোনো হিতাহিত জ্ঞান আছে বলে মনে হয় না। থাকলে সে পতিগৃহ থেকে বিতাড়িত তার কন্যার জন্য ব্যথা বোধ করত।

হাজি সোনা মিয়া : তার চোখদুটো যেন ত্রস্ত, ভীত, লোভী। সে কেমন যেন কাতর চোখে তাকিয়ে থাকে দস্তাবেজে দ্বীনের দিকে, ভিখারি যেভাবে মহাজনের মন জয় করার জন্য ত্রিধারার করুণার দিকে আকুল হয়ে তাকিয়ে থাকে ঠিক তেমনি। অতিধার্মিক মনের অধিকারী। মোলায়েম প্রকৃতির প্রৌঢ়প্রায় মানুষ। দীর্ঘঘন পাকা দাড়িগুচ্ছ।

দস্তাবেজে দ্বীন : 'অনিকেত' উপন্যাসের সবচেয়ে উজ্জ্বল অপনায়কের উদাহরণ। সে নিরেট পাথার— নিস্পন্দ, নির্বাক। নিষ্প্রভ, দীপ্তিশূন্য। ভীষণ শান্ত, ঘুমন্ত তার অন্তর, কিঞ্চিৎ এলোমেলো চেহারা হলেও ক্লান্তি শরীরটাকে দখল করতে পারেনি। সে নিজেকে একজন পুঁজিপতি হিসেবে প্রচার করলেও সে আসলে তা নয়; এই সত্যটি 'অনিকেত' উপন্যাসের শেষপর্যায়ে এসে বিস্ময়করভাবে প্রকাশিত হয়। তবে তার আগে সে অর্থলোভ দেখিয়ে শিল্পীর তরুণহৃদয়কে হরণ করার চেষ্টা করে, এক সময় সে শিল্পীকে বিয়ের মুখোমুখি নিয়ে গিয়ে দাঁড় করায়। দস্তাবেজে দ্বীনকে এভাবে উপস্থাপনের উদ্দেশ্য হচ্ছে, লেখক দেখাতে চেয়েছেন, নিজে যা নয় তাই ছদ্মাচরণে প্রতিপন্ন করার প্রাণান্ত প্রয়াস প্রত্যেকের জীবনেরই একটি অংশ; আর এই জীবনগত চিরন্তন সত্যের কারণে অনেকের জীবনই ব্যর্থ হয়। তাই দস্তাবেজে দ্বীনের ছদ্মবেশের ব্যর্থতা প্রকৃতপক্ষে তার জীবনের ব্যর্থতা, এবং একজন ব্যর্থ মানুষের যে জীবনার্থ 'অনিকেতন' উপন্যাসে প্রকাশিত হয়েছে তা বাংলা কথাসাহিত্যের প্রথাগত ইতিহাসের বাইরে এক বঞ্চিত ও অপূর্ণ মানুষের যন্ত্রণাদগ্ধ চেহারাই। তাই সে হয়ে উঠেছে একজন অপনায়ক, অসাধু ও দুষ্ক্রিয়।

আখলাক মিয়া : বয়স বিয়াল্লিশের বেশি নয়। শ্যামল রং। গোলগাল মুখ। কাজির বাল্যবন্ধু ফজলে এলাহির কনিষ্ঠ কাকাতুতো ভাই। চোখেমুখে ফুটে থাকে বুদ্ধির দীপ্তি। অন্তরও তৃপ্তিতে ভরপুর। সংসার তার সফলতায় পরিপূর্ণ যেন। কিন্তু সে 'ফন্দি এঁটে পৈতৃকসম্পত্তির মোটা অংশটি বাগিয়ে নিয়েছে।' সে অন্তরশূন্য।

বশর আলি চৌধুরী : চশমাপরা প্রৌঢ় লোক। 'সুযোগসন্ধানী একটি মনোবৃত্তি নিভৃতে জাগ্রত।'[২১] দেশের বাড়ি কোম্পানিগঞ্জ, শ্রীহট্ট, পিয়াইন নদীর মোহনায়। ন্যাপ সদস্য। মওলানা ভাসানীর শিষ্য।

পাঠপরিক্রমা

প্রথম অধ্যায় : স্থান : ইয়র্কওয়ে রাস্তার মোড় ঘুরে প্যান্টনভিল রোডের বইয়ের দোকানের সামনে উপন্যাসের শুরু। তারপর পাতালস্টেশন + রাস্তা + ট্রি-টপ স্ট্রিটের ছাপ্পান্ন নম্বর বাড়ি + মুসলিম সোসাইটির অফিস + ট্রি-টপ স্ট্রিটের

২১ দ্বিতীয় অধ্যায়, *অনিকেতন*, আব্দুর রউফ চৌধুরী।

ছাপ্পান্ন নম্বর বাড়ি + কাজির ভবন । চরিত্র : বদরুদ্দিন + তাজিদউল্লা + লাভলী + শিল্পী + বরকত + রুবেল + মনোহর খান + তিনজন মাতব্বর + আখলাক মিয়া + মাসুদ মিয়া + হাসু (কাজির ছোটো মেয়ে) + কাজি + কাজিগিন্নি।

'বন্ধুর বাসায় ভূরিভোজনের পর ফিরছিলেন বদরুদ্দিন। ইয়র্কওয়ে রাস্তার মোড় ঘুরে প্যান্টনভিল রোডের বইয়ের দোকানের সামনে সিগারেট কিনতে গিয়ে চোখে পড়ল তার— হাঁটুতে ভর দিয়ে অনেক মানুষের পায়ের চাপে ভেজা সিঁড়ি ভেঙে পাতালস্টেশন থেকে ওপরে উঠে-আসা তাজিদউল্লাকে; সফেদ গোল কটনের টুপিতে মাথা ঢাকা, কাঁচাপাকা কেশ— মানিয়েছে বেশ— থুতনিতে শুভ্রদাড়িগুচ্ছ, পানের পিক পড়ে কিছুটা ফিকে হয়েছে মাত্র। বদরুদ্দিন একটু দূর থেকে তাকিয়ে রয়েছেন।'[২২] অসাধারণ দক্ষতায় ঔপন্যাসিক প্রবেশমুখে এক চরম শীর্ষবিন্দু থেকে এই উপন্যাসের উৎপত্তি ঘটালেন। বদরুদ্দিন ও তাজিদউল্লা চরিত্রদুটো এই উপন্যাসের প্রধান দুই চরিত্রে পর্যবসিত হয়ে গেল। উপন্যাসের শুরু হয়েছে লোকের ভিড় থাকে, যুদ্ধ-যুদ্ধভাব থেকে, অনিশ্চয়তা ও অস্থিরতা নিয়ে। এই অনিশ্চয়তা ও অস্থিরতা নিয়ে উপন্যাসটি এগিয়ে যায়। তবে এই দীর্ঘ উপন্যাসের শেষ অধ্যায়ের ঘটনাবলি অতিদ্রুত, নাটকীয়, অনিশ্চয়তা ও অস্থিরতায় ভরপুর। 'সাম্পানক্রুস এলাকাজুড়ে একটু অন্ধকার নেমে এলো। কাজি এই আঁধারের গভীরতা হৃদয়ঙ্গম করতে সক্ষম হলেন। সাম্পানক্রুস অনাবাসী বাঙালি মনে এবং বদরুদ্দিন-পরিবারের সামনে অনিশ্চয়তা ও অস্থিরতা ঠিকই রয়ে গেল।'[২৩]

সমস্ত উপন্যাসে ঘটনার যেমন স্রোতপ্রবাহ আছে, তেমনই আছে নিবিড় বর্ণনা ও জিয়ন্ত কথোপকথন। তবে চরিত্রপাত্রের মধ্যে চলিষ্ণু ও অন্তঃপরিবর্তন ঘটেছে। বহিরঙ্গ জগৎটিও একরঙা নয়— বহুবর্ণিল। এর মধ্যে ব্যক্তির আশা-ক্ষুধা-রাজনীতি-হিংসা-প্রেম-অপ্রেম-যৌনতা সমস্তই মিলমিশ করে আছে। অতি আশ্চর্য ও চেতনাপ্রবাহী উপন্যাস হিসেবে 'অনিকেতন' নিঃসন্দেহে দ্রোহী কথাসাহিত্যিক আব্দুর রউফ চৌধুরীর এক উজ্জ্বল নির্মাণ। তাঁর স্ব স্বভাবী শিল্পীসত্তায় যে-অনুসন্ধিৎসা চেতনার বিস্ময়কর বিপন্নতা প্রোথিত রয়েছে তার শিল্পিতব্যবহারে এই উপন্যাসটিকে তিনি এক অসাধারণসংক্রামী করে তুলতে সক্ষম হয়েছেন।

প্রথম অধ্যায়েই ঔপন্যাসিক দ্বিধাহীন চিত্ততার মধ্য দিয়েই কাহিনির জটিলতম যাত্রা শুরু করেন, যা অনেকগুলো বিষয় পরস্পরযুক্ত হয়ে একটি জটিল গ্রন্থি তৈরি করে— (ক) উপন্যাসের পটভূমি। তাজিদউল্লার সঙ্গে রাস্তা ভাঙার সময় বদরুদ্দিন পকেট থেকে হাত বের করে অঙ্গুলিনির্দেশে বললেন, 'এই-যে গির্জাটা দেখছেন, সেখানে আজকাল মার্জারও যায় না। একে মসজিদ করতে পারলে বেশ সেন্টারে পড়ত! এটি মসজিদ হলে ওয়াজ-নসিহত শুনে

২২ প্রথম অধ্যায়, *অনিকেতন*, আব্দুর রউফ চৌধুরী।
২৩ ত্রয়োদশ অধ্যায়, *অনিকেতন*, আব্দুর রউফ চৌধুরী।

আমাদের সন্তানরা খ্রিষ্টকৃষ্টিভক্তি থেকে বিরত থাকত, বরং ইসলামের প্রতিই আকৃষ্ট হতো। বুঝতে পারত যে, অন্যান্য ধর্মের চেয়ে ইসলামধর্মই প্রগতিশীল।' উপন্যাসের মূল পটভূমি উন্মোচিত হয়। সাম্পানক্রুস এলাকায় একটি মসজিদ স্থাপন করা নিয়ে যে অনিশ্চয়তা ও অস্থিরতা তাই এই উপন্যাসের মূল বিষয়। কিন্তু তার স্বরূপ উদ্‌ঘাটন কখনোই মূল লক্ষ্য নয়, মসজিদ স্থাপন পটভূমি হিসেবে ব্যবহার করে জীবনের ও মানুষের গভীর রহস্যোদ্‌ঘাটনই ঔপন্যাসিকের লক্ষ্য। (খ) তাজিদউল্লা-বদরুদ্দিন সম্পর্ক। তাজিদউল্লা একজন নামকরা রাজাকার, বাংলাদেশের '[...] স্বাধীনতার চিরশত্রু। স্বভাবসিদ্ধ ইতর। অকৃত্রিম অসংকুচিত ছোটোলোক, যেন তার কোমরে সব সময় বাঁধা থাকে শয়তান।' বদরুদ্দিন প্রথমে যেমন রাজাকারকে ঘৃণা করতেন পরবর্তীতে এই রাজাকারকে নিয়েই বাড়ি বাড়ি গিয়ে সাম্পানক্রুস অঞ্চলের বাঙালি মুসলমানকে উদ্‌বুদ্ধ করার চেষ্টা করলেন একটি মসজিদ স্থাপনের জন্য। বদরুদ্দিন চরিত্রটি চলিষ্ণু ও অন্তঃপরিবর্তমান। আর এজন্যই মুসলিম সোসাইটির সভাপতি ও স্থানীয় ব্যবসায়ী মনোহর খান যখন বলে 'তাজিদউল্লার বিরুদ্ধে স্পষ্ট সিদ্ধান্ত' নেওয়ার জন্য তখন বদরুদ্দিন তাজিদউল্লার পক্ষই নেয়। (গ) নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ-চরিত্রের চলিষ্ণু ও অন্তঃপরিবর্তমান। সামনে যখন সমস্যা হয়ে দাঁড়ায় একজন সভাপতি নিয়ে তখনই অনুসন্ধান চলে একজন যোগ্যব্যক্তির জন্য। 'ইংরেজি শিক্ষিত দাড়িওয়ালা পরহেজগার একজন মানুষের প্রয়োজন; কারণ, সততা ও আন্তরিকতাই হচ্ছে এই প্রতিষ্ঠানের সফলতার চাবিকাঠি।' অবশেষে ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত, অভিজ্ঞতাসম্পন্ন একজন ব্যক্তি (কাজি আবুল ফজল)-র সন্ধান মেলে। তবে সে ধার্মিক নয়। ধর্মের প্রতি উদাসীন। অতিরিক্ত অধ্যয়ন ও বেশি করে পুথিপুস্তক পাঠে তাকে ধর্মনিরপেক্ষ করেছে। এ নিয়ে চলে তর্কবির্তক। নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ আর তাদের পূর্বসিদ্ধান্তে অটল থাকতে পারেনি; কারণ, চরিত্রগুলো চলিষ্ণু ও অন্তঃপরিবর্তমান। শেষ পর্যন্ত নির্ধারিত হয় কাজির সঙ্গে দেখা করার জন্য। (ঘ) রুবেল-লাভলী সম্পর্ক। রুবেলের প্রতি লাভলী আর লাভলীর প্রতি রুবেলের এক দুর্নিবার আকর্ষণই এই উপন্যাসে বর্ণিত হয়েছে। এই আকর্ষণের সূচনা হয়েছে এই অধ্যায়েই অভিমানের মাধ্যমে। তারপর ক্রমাগত তারা ঝোঁকে একে-অন্যের প্রতি— প্রথমে গোপনভাবে, পরে একরকম প্রকাশ্যেই। বিবাহের সম্বন্ধ সৃষ্টি হওয়ার পরও তাদের আকর্ষণ কমেনি। ব্যস্তময় সময়টাতেও তারা একের জন্য অপর উৎকণ্ঠিত থাকে। গার্হস্থ্যজীবনের প্রতি প্রবল আকর্ষণের উপাখ্যানই হচ্ছে রুবেল-লাভলী সম্পর্ক।